দৈনিক ইত্তেফাক

৭৪

তারিখ SEP 14 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৭

অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীর শিক্ষক

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিটি বিষয়ের অনার্স-মাষ্টার্স কোর্সের জন্য কমপক্ষে বিশজন বা কোন কোন বিষয়ে ততধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা রহিয়াছেন। অনার্স-মাষ্টার্স কোর্স একটি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত হইলেও বিষয়টি কতকগুলি পত্রের সমষ্টি। আর ঐ পত্রগুলিতে পাঠদানের জন্য এক একজন শিক্ষক এক একটি পত্রে পারদর্শী হন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশের ডিগ্রী কলেজগুলি তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া যায়। ফলে শহর কিংবা মফস্বলের অনেক ডিগ্রী কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে অনার্স-মাষ্টার্স কোর্স চালু করে। তাহার মধ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ একটি। এখানে মাত্র দুইজন শিক্ষক দিয়া ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষা বর্ষ হইতে পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স কোর্স চলিতেছে। এইভাবে আরও অনেক কলেজেই অনার্স-মাষ্টার্স কোর্স চলিতেছে মাত্র ২/৩ জন শিক্ষক দিয়া। অথচ ১৮,২০ এবং চলতি ২১তম বিসিএস-এ পরিসংখ্যান বিষয়ে কোন শিক্ষক চাওয়া হয় নাই। আমার প্রশ্ন হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-মাষ্টার্স ডিগ্রীধারীরা যেখানে বৎসরের পর বৎসর বেকার বসিয়া আছেন, সেখানে কলেজগুলিতে ২/৩ জন শিক্ষক দিয়া অনার্স-মাষ্টার্স কোর্স চালু করিয়া উচ্চডিগ্রী অর্জনের সুযোগদানের কী অর্থ হইতে পারে? এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ফারুক আহমদ,
গ্রামঃ রাজাপুর,
ডাকঃ এক বাড়িয়া,
জেলাঃ কুমিল্লা-৩৫৬১।